রতন কুমার বসাক

সহকারী শিক্ষক

সান্তাহার হার্ভে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সান্তাহার, আদমদীঘি, বগুড়া।

মোবাইল- ০১৭১৬৮৮৩১৪২

ইমেইল-ratank46@gmail.com

একজন সাধারন শিক্ষকের ডিজিটাল হয়ে উঠার গল্প

সালটা ১৯৭৫ এর ১৫ জানুয়ারী, এক অতি সাধারন ঘরে জন্মগ্রহন করে একটি শিশু । বাবা-মা আদর করে তার নাম রাখে রতন। সে যেন সত্যি সত্যি রত্ন হয়ে সমাজকে সেবা করতে পারে সকলে এই আশীর্বাদ করে। শিশুটি পরিবারের সকলের সাথে বেড়ে উঠে।

যথাসময়ে হাতে খড়ি হয় এবং নিকটস্থ মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেখানে শিক্ষকদের ভালোবাসা ও যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকের পাঠ চুকিয়ে সে ১৯৮৫ সালে সান্তাহার বিপি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ১৯৯১ সালে এস এস সি পাশ করে সান্তাহার সরকারি কলেজে ভর্তি হয়। সেখানেই সে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৯৫ সালে।

স্নাতক পরীক্ষা দিয়ে তার মনে কম্পিউটার শেখার আগ্রহ জন্মে। তখন এতো সহজলভ্য ছিলোনা। পাশ্ববর্তী শহর নওগাঁ গিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে তিন মাসের কম্পিউটার এর সাধারন কোর্সগুলো শেখে। এখানেই প্রথম কম্পিউটার দেখে এবং চালানো শেখে।

এখন সে পরিপুর্ণ যুবক। একটা চাকুরী পেতে হবে পরিবারের দ্বায়িত্ব নিতে হবে এই জন্য সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার আবেদন করে। লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ছোট আখিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৯৯ সালে। শিক্ষকতাকে সে নেশা ও পেশা হিসেবে গ্রহন করে। প্রথম যোগদানের পর থেকেই তার শেখানোর কৌশল ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ হয়।

এরপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিপুর্ণ পাঠদানের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। সে ভর্তি হয় বগুড়া পিটি আই তে। একবছরের প্রশিক্ষণ গ্রহন শেষে বিদ্যালয়ে যোগদান করে নিজেকে প্রমানিত করার জন্য। এরপর তার শিখন-শেখানো কার্যাবলী পছন্দ হওয়ায় তাকে ইংরেজী বিষয়ের প্রশিক্ষক নির্বাচিত করা হয়। এখানে সে দুইজন প্রশিক্ষক মোঃ আনোয়ারুল কবীর ও যুথিকা রানী দাস এর সান্যিধ্য থেকে পাঠদানের কৌশল রপ্ত করে। তখন থেকে সে শিশুদের পাঠদানের পাশাপাশি সরকারি দায়িত্ব হিসেবে শিক্ষকদের ইংরেজী বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান দান করে। এভাবেই পথচলা দীর্ঘ ২০১২ সাল পর্যন্ত।

ততদিনে শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার গুরুত্বপুর্ন বিষয়। যে মন নিয়ে যুবক বয়সে কম্পিউটার শিখেছিল তার সুযোগ আসে কাজে লাগানোর। সে ১৪ দিনের আইসিটি প্রশিক্ষন গ্রহন করে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি করে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার শেখে। এখানেই সে NING এর সদস্যপদ লাভ করে যেখানে কন্টেন্ট আপলোড করা যায় এবং প্রয়োজনে নির্ধারিত কন্টেন্ট ডাউনলোড করে ক্লাস পরিচালনা করা যায়। তার সামনে গোটা বিশ্বের দুয়ার খুলে যায়।

২০১৪ সালে সে এটুআই পরিচালিত শিক্ষক বাতায়নের সদস্যপদ লাভ করে বাতায়নের একজন সন্মানিত শিক্ষক জনাব জাহাঙ্গীর রেজা স্যার এর মাধ্যমে। সে কন্টেন্ট তৈরি করে বাতায়নে আপলোড করতে থাকে। অবশেষে ২৬ জুন ২০১৪ সালে সে শিক্ষক বাতায়ন এর সপ্তাহের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এরপর থেকে পথ চলা একটু ভিন্নতর হয়। শিক্ষক বাতায়নে সে দেশের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতাদের সাথে পরিচিত হয় এবং তাদের তৈরি কন্টেন্ট দেখে নিজের কন্টেন্ট এর মান উন্নত করতে থাকে। ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের কন্টেন্ট তৈরি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস এ উদ্বুদ্ধ করেন।

২০১৪ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত হয় এবং নিজের বিদ্যালয়কে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে কিভাবে দেশের বাইরের বিদ্যালয়ের সাথে একযোগে কাজ করা যায়। সে বছর সে নিজের বিদ্যালয় সান্তাহার হার্ভে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সাথে ইংল্যান্ডের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় KEELBY PRIMARY ACADEMY এর সাথে ইমেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং কয়েকটি প্রোজেক্ট সম্পন্ন করে যা উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সাপোর্ট করে। এর মাধ্যমে সে সুযোগ পায় ইংল্যান্ডের সেই বিদ্যালয়ের পাঠ কার্যক্রম পরিদর্শনের।

২০১৫ সালের ৫ জুন সে প্রথম বিমানে উঠে এবং ইংল্যান্ডে গমন করে। সেখানে সে লন্ডনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে। এরপর সে সেই বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সেখানে সে বিভিন্ন শ্রেনি কার্যক্রম দেখে এবং মনে মনে পরিকল্পনা করে কিভাবে তা নিজের দেশের শিশুদের প্রতি কাজে লাগানো যায়। শেষ দিনে সে একজন বাংলাদেশি হিসেবে যথেষ্ট সন্মান লাভ করে। সেখানকার বিদ্যালয় কতৃপক্ষ তাকে বাংলায় বক্তব্য বলতে বলে। এতে সে নিজের ভাষার প্রতি গর্ববোধ করে।

২০১৫ সালে তার কাজের ভিত্তিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল তার বিদ্যালয়কে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। একটি আনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে ও তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের হাত দিয়ে পদক গ্রহন করেন।

২০১৬ সালে এটুআই পরিচালিত মুক্তপাঠের একজন গর্বিত এ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হয়। সে অন্য সকল এ্যাম্বাসেডর এর সাথে থেকে মুক্তপাঠকে সকলের সামনে তুলে ধরে। এজন্য সে জেলা প্রশাসক কতৃক পুরস্কৃত হয়।

২০১৭ সালে সে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট প্রতিযোগীতা-২০১৭ এ অংশগ্রহন করে। এখানে সে আঞ্চলিক, বিভাগীয় পর্ব অতিক্রম করে জাতীয় পর্বে ১৭ তম স্থান অধিকার করে। যা তার জন্য একটি অনন্য অর্জন।

এবছরই সে মাইক্রোসফট এর সংগে কাজ করার জন্য MIE EXPART নির্বাচিত হয় । যা তার শ্রেনির কার্যক্রমকে আরও আধুনিক ও বিশ্বমানের করে।

এবছর সে কিশোর বাতায়নের পরিচিতি কল্পে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এটুআই পরিচালিত ICT4E জেলা এ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হয়ে দেশের উন্নয়ন এ কার্যকর ভুমিকা রাখছে।

এসকল কাজের পেছনে যার অবদান সে আর কেউ নয় শিক্ষক বাতায়ন । যদিনা সে শিক্ষক বাতায়নের সদস্য না হতো তবে সে কখনোই ব্রিটিশ কাউন্সিলের লিংক পেতনা বা এভাবে সন্মানিত হতোনা । সে একজন সাধারন শিক্ষকের মতোই ক্লাশ পরিচালনা করতো। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ক্লাস পরিচালনা তার দ্বারা সম্ভব হতোনা । এভাবেই শিক্ষক বাতায়ন সারা দেশের শিক্ষকদের আধুনিক ও ডিজিটাল হিসেবে গড়ে তুলছে। আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পেছনে সেই শিক্ষক বাতায়ন এর পেছনে যাদের রয়েছে অনবদ্য অবদান। ধন্যবাদ শিক্ষক বাতায়নের কর্মকর্তাদের। যাদের মাধ্যমে আজকের রতন কুমার বসাক একজন ডিজিটাল শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।